45

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUN 1998 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

লালমনিরহাটে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

লালমনিরহাট সংবাদদাতা ॥ বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থা, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণও শিক্ষকের সল্পতা,,, তদারকির অভাব, অভিভাবকদের অনীহা প্রভৃতি কারণে জেলার বহু শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

জানা যায়, চলতি বছর জেলার ৫টি থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০২ জন। কিন্তু স্কুলে ভর্তি হইয়াছে ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৩৪ জন। এ বছর ৬৫ হাজার ২৬৮টি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নাই। অপরদিকে এই জেলায় ১৯৯৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে ৪৩ হাজার ৬০৮টি শিশু ভর্তি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৫ বছর পর '৯৭ সালে ২০ হাজার ৩৮০ জন শিশু পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় পাস করে। ঐ ৫ বছরে শিক্ষা গ্রহণ ত্যাগ বা স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া শিশুর সংখ্যা হইল ২৩ হাজার ২২৮ জন। সং-

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

লালমনিরহাটে প্রাথমিক

(৩য় পৃঃ পর)

শ্লিষ্ট পিতামাতা ও অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখানো বাদ দিয়া কাজে লাগাইয়াছে। উল্লেখ্য, জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০২টি, বেসরকারী রেজিষ্টার্ড স্কুল ২৬৫টি। নন রেজিষ্টার্ড স্কুল ৪৩টি। বেশীরভাগ স্কুলেরই জরাজীর্ণ অবস্থা। আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব ছাড়াও শিশুদের খেলাধুলার ব্যবস্থা নাই। শিক্ষকের স্বল্পতাও রহিয়াছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ হইতেছে না। অথচ প্রতি বছর ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জেলার বেশকিছু স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ২ জন। প্রধান শিক্ষককে দাপ্তরিক কাজে থানা শিক্ষা অফিসে যাতায়াত করিতে হয়। ঐ সময় সংশ্লিষ্ট স্কুলে শিক্ষা প্রদান সম্ভব হয় না। জেলায় ৪১ জন সহকারী শিক্ষক ও ২২ জন প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য।

ইহাছাড়া, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ৩ জন থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১ জন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রহিয়াছে। থানা শিক্ষা অফিসে যানবাহন নাই। সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তারা মাসে ভ্রমণ ভাতা পান মাত্র দেড়শত টাকা। ফলে তদারকি ব্যবস্থা দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। শিক্ষকরাও নিয়ম অনুযায়ী স্কুলে উপস্থিত হন না। কোন কোন দিন অনুপস্থিত থাকেন। স্কুল কমিটিগুলিও পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১২৫ জন শিশু ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৩ জন শিক্ষক। অপরদিকে ৫/৬ শত ছাত্র-ছাত্রীর জন্যও ৩ জন শিক্ষক রহিয়াছে। শিক্ষক বদলির ব্যবস্থাও হইতেছে না। কোন কোন স্কুলের খাতাপত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী থাকিলেও তাহাদের উপস্থিতি নাই। বিশেষ করিয়া শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতাভুক্ত স্কুলগুলিতে শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই ভুয়া। ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীর নাম দেখাইয়া প্রতিবৎসর সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা বিপুল টাকার খাদ্য-শস্য আত্মসাৎ করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে।